২৭ "আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি
তোমাদের দিচ্ছি; জগৎ যে ভাবে দেয় আমি সেই ভাবে দিই না।
২৮ তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে। তোমরা
শুনছ আমি তোমাদের বলেছি, 'আমি চলে যাচ্ছি এবং আবার তোমাদের
কাছে আসব।' তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে আমি
আমার পিতার কাছে যাচ্ছি বলে খুশী হতে, কারণ পিতা আমার
২৯ চেয়েও মহান। এসব ঘটবার আগেই আমি তোমাদের বলে রাখলাম,
৩০ যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করতে পার। আমি তোমাদের সংগে
আর বেশীক্ষণ কথা বলব না, কারণ জগতের কর্তা আসছে। আমার
৩১ উপরে তার কোন আধিকার নেই। কিন্তু এ ঘটছে যেন জগৎ জানতে পারে
যে, আমি পিতাকে ভালবাসি এবং পিতা আমাকে যেমন আদেশ দিয়ে-
ছেন আমি সব কিছু তেমনই করে থাকি। এবার ওঠো, আমরা এখান
থেকে যাই।

১৫ প্রভু যীশু আংগুর -গাছ, শিষ্যেরা ডালপালা

১,২ "আমিই আসল আংগুর-গাছ আর আমার পিতা মালী। আমার
যে সব ডালে ফল ধরে না সেগুলো তিনি কেটে ফেলেন, আর যে সব
ডালে ফল ধরে সেগুলো তিনি ছেঁটে পরিষ্কার করেন যেন আরও অনেক
৩ ফল ধরতে পারে। আমি যে কথা তোমাদের বলেছি, তার জন্য তোমরা
৪ আগেই পরিষ্কার হয়েছ। আমার মধ্যে থাক আর আমি তোমাদের
অন্তরে থাকব। আংগুর-গাছে যুক্ত না থাকলে যেমন ডাল নিজে নিজে
ফল ধরতে পারে না, তেমনি আমার মধ্যে না থাকলে তোমরাও
নিজে নিজে ফল ধরাতে পার না।

৫ "আমিই আংগুর-গাছ, আর তোমরা তার ডালপালা। যদি কেউ
আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি তবে তার জীবনে
অনেক ফল ধরে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না।
৬ যদি কেউ আমার মধ্যে না থাকে তবে কাটা ডালের মতই তাকে বাইরে
ফেলে দেওয়া হয় আর তা শুকিয়ে যায়। তখন সেই ডালগুলো
৭ কুড়িয়ে আগুনে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেগুলো পুড়ে যায়। যদি
তোমরা আমার মধ্যে থাক আর আমার কথাগুলো তোমাদের অন্তরে
থাকে, তবে তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই চেয়ো; তোমাদের জন্য তা করা

৮ হবে। যদি তোমাদের জীবনে প্রচুর ফল ধরে এবং এ ভাবে তোমরা
নিজেদের আমার শিষ্য বলে প্রমাণ কর, তবে আমার পিতার গৌরব
৯ হবে। পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের
১০ ভালবেসেছি। আমার ভালবাসার মধ্যে থাক। আমি আমার পিতার
সমস্ত আদেশ পালন করে যেমন তাঁর ভালবাসার মধ্যে রয়েছি, তেমনি
তোমরাও যদি আমার আদেশ পালন কর তবে তোমরাও আমার ভাল-
বাসার মধ্যে থাকবে।

১১ "এই সব কথা আমি তোমাদের বললাম যেন আমার আনন্দ
১২ তোমাদের অন্তরে থাকে ও তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়। আমার
আদেশ এই, আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমারাও
১৩ একে অন্যকে ভালবেসো। কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ
১৪ দেয়, তবে তার চেয়ে বেশী ভালবাসা আর কারও নেই। যে সব আদেশ
আমি তোমাদের দিই, তা যদি তোমরা পালন কর, তবেই তোমরা
১৫ আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলি না, কারণ মনিব কি
করেন দাস তা জানে না ; বরং আমি তোমাদের বন্ধু বলেছি, কারণ
আমি পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জানিয়েছি।
১৬ তোমরা আমাকে বেছে নাওনি, কিন্তু আমিই তোমাদের বেছে নিয়ে
কাজে লাগিয়েছি, যাতে তোমাদের জীবনে ফল ধরে আর তোমাদের
সেই ফল যেন টিকে থাকে। তাহলে আমার নামে পিতার কাছে যা
১৭ কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদের দেবেন। এই আদেশ আমি তোমাদের
দিচ্ছি যে, তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো।

জগৎ বিশ্বাসীদের শত্রু

১৮ "জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে, কিন্তু মনে রেখো, তার আগে জগৎ
১৯ আমাকেই ঘৃণা করেছে। যদি তোমরা এই জগতের হতে, তবে জগৎ
তার নিজের বলে তোমাদের ভালবাসত। কিন্তু তোমরা এই জগতের
নও, বরং আমি তোমাদের জগতের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছি, বলে
২০ জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। আমার এ কথাটা তোমরা ভুলে যেয়ো
না যে, দাস তার মনিবের চেয়ে বড় নয়। সেই জন্য লোকেরা যদি
আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে তবে তোমাদেরও কষ্ট দেবে ; যদি তারা
২১ আমার কথা শুনে থাকে তবে তোমাদের কথাও শুনবে। তারা আমার

জন্য তোমাদের প্রতি এই সব করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন
তারা তাঁকে জানে না।
২২ "আমি যদি না আসতাম ও তাদের কাছে কথা না বলতাম, তবে
তাদের দোষ হত না; কিন্তু এখন পাপের জন্য তাদের কোন অজু-
২৩ হাত নেই। যে আমাকে ঘৃণা করে সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে।
২৪ যে কাজ আর কেউ কখনও করেনি, সেই কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে
না করতাম তবে তাদের দোষ হত না। কিন্তু এখন তারা আমাকে
২৫ আর পিতাকে দেখেছে এবং ঘৃণাও করেছে। এটা হয়েছে যাতে তাদের
আইন-কানুনে লেখা এই কথা পূর্ণ হয়, 'তারা অকারণে আমাকে
ঘৃণা করেছে?'
২৬ "যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে
পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য
দেবেন। ইনি হলেন সত্যের আত্মা, যিনি পিতা থেকে বের হন।
২৭ আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা
আমার সংগে সংগে আছ।

১৬ "আমি তোমাদের এই সব কথা বললাম যেন তোমরা মনে বাধা
২ না পাও। লোকেরা সমাজ-ঘর থেকে তোমাদের বের করে দেবে;
আর এমন সময় আসছে যখন তোমাদের যারা মেরে ফেলবে তারা মনে
৩ করবে যে, তারা ঈশ্বরের সেবাই করছে। তারা এসব করবে কারণ
৪ তারা পিতাকেও জানেনি, আমাকেও জানেনি। আমি তোমাদের এসব
বললাম, যেন সেই সময় আসলে পর তোমাদের মনে পড়ে যে, আমি
তোমাদের এই কথা বলেছিলাম।

"আমি প্রথম থেকে এই সব কথা তোমাদের বলিনি, কারণ আমি
৫ তোমাদের সংগে সংগেই ছিলাম। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি
এখন তাঁর কাছে যাচ্ছি, আর তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসাও
৬ করছে না, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' আমি তোমাদের এই সব
৭ বলেছি বলে বরং তোমাদের মন দুঃখে পূর্ণ হয়েছে। তবুও আমি
তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল,
কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না।
কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।